

গণ-শত্রু

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

৩য় পর্ব

"ওলা তাকুলু লিমায়ুকতালু ফি ছাবিলিল্লাহি আমওয়াত"

আর তোমরা তাদেরকে মৃত বলোনা যারা জীবন দিয়েছে আল্লাহর রাস্তায়।

"বালু আহয়া-উ ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন"

বরং তাহারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারোনা।

আল্ কোরআন

শ্রেষ্ঠতম তিনদল বেহেস্তিদের মধ্যে একদল বারবার আল্লাহর কাছে অনুরূপ করে বলবে 'হে প্রভু আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে দাও, যেন আরেকবার তোমার রাস্তায় জেহাদ করে রক্তস্নান করে আসি'।

আল্হাদিস

"আরবী জেহাদ শব্দটির বাংলা অর্থ সংগ্রাম। মানুষের ইতিহাস জেহাদের ইতিহাস। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামের মাধ্যমে নিজ প্রয়োজনে নর ও নারী মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঐ জেহাদ ও সংগ্রাম করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বিধায় বাংলাদেশ কি খারাব? "

সেতারা হাসেম, সদালাপ-(নারীমুক্তি- বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট)

শব্দের সেতারা হাসেম, পুঁজিবাদ ও আমেরিকার প্রতি তীব্র ঘৃণায় জিহাদী আর মোজাহিদ্দীন শব্দ-দ্বয়ের পার্থক্য নিরূপনে বুঝি ভুল করলেন। জিহাদী বহুবচন মোজাহেদ্দীন। বিন-লাদেন একবার জিহাদী একবার মোজাহেদ্দীন এর অর্থ কি বুঝলাম না।

তসলিমার অনেক কথা ও মতের সাথে কোনদিন ই একমত নই। "ক" বই এ তসলিমা সু-বিরোধী কথা বলেছেন। তাঁর ব্যক্তি কেন্দ্রিক লেখায় অনেক সাহিত্যানুরাগী পাঠক নিরাশ হয়েছেন।

আপনার ভাষায় **বহু পুরুষগামী তসলিমা** যে দোষে দোষী হলেন, সেই তসলিমার সাথে রতিক্রিয়া গমনকারী পুরুষগণ কোন্ তুলসী-পাথা? আপনারা নারী মুক্তির আন্দোলন করেছেন রাজপথে আর তসলিমা করেছেন কলম দিয়ে। তাঁকে অবমূল্যায়ন করবেন কি ভাবে? তসলিমার জন্য কি রাজপথ কোনদিন নিরাপদ ছিল? আপনার ভাষায় তসলিমা দেশ ত্যাগ করেছেন সেচ্ছায়। প্রতিক্রিয়াশীল মোলবাদীদেরকে কেন কভার-আপ দিচ্ছেন তা বোধগম্য নয়।

জেহাদে-ফি ছাবিলিল্লাহ/আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ আর প্রকৃতির সাথে আত্মরক্ষার সংগ্রাম, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে একাকার করে, জেহাদ শব্দের তাৎপর্য ই বদলে ফেলেছেন। কেন করেছেন অনুমান করতে পেরে ও কিছু বলবোনা কারণ বয়ঃজনিত পার্থক্য এবং তিনি লেখার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। আমার মত পাঠক (লেখক নয়) তিনি ক্লাসের পেছনের সারিতে থাকতে পারলে ই ধন্য। ধর্মের গোড়া-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে, আপন সুন্দরী বোন সারার সাথে নবী ইব্রাহিমের

বিবাহের ঘটনা ইনটারনেটে বাংলায় এর আগে দেখিনি। আপনার স্পষ্টবাদী লেখা যেমন অনেক পাঠককে মুগ্ধ করে তেমনি পুঁজিবাদ ও আমেরিকার প্রতি তীব্র ঘৃণা অনেক পুঁজিবাদ বিরোধী পাঠককে ও আহত করে। কারণ আমি মনে করি অনেক সময় সকল মতবাদের উর্দ্ধে জাতীয়তাবাদী ঐক্য বড় হয়ে দাঁড়ায়।

জিহাদ বলতে আমি যা বুঝি তা হলো-

- ১৯৮৩ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হায়দরের লেখা "এ বাংকুয়েট অব সি উইড" নামক বইয়ের প্রকাশনা বন্ধ করা। (অনেক রক্ত ঝরেছে, ধংস হয়েছে প্রচুর সম্পদ।)
- ডঃ ফজলুর রহমানের "প্রভু নয় বন্ধু" বই বাজেয়াপ্ত করা ও লেখককে সূদেশ ত্যাগে বাধ্য করা। (আগুন জ্বলছিলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে)
- ক্বাদীয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করতে সরকারকে বাধ্য করা।
- ব্লাসফেমী আইন প্রতিষ্ঠা করে তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আযাদ, কবি শামসুর রহমান সহ সকল মোরতাদদের ফাঁসি নিশ্চিত করা। (যা ইতিমধ্যে পাকিস্থানে হয়ে গেছে।)
- শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় মোরতাদদের নামে নামকরণ করায় বাধ্য প্রদান করা।
- দাউদ হায়দার, তসলিমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা।
- কবি শামসুর রহমানকে সিলেটে অবাধিত ঘোষণা করা এবং তাঁর বাসায় বোমা নিক্ষেপ করা।
- ভাবিচারী নুরজাহানকে মাটিতে পুরে হত্যা করে শারিয়া আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।
- হুমায়ুন আযাদকে রমনা পার্কে হত্যার চেষ্টা করা।

এই হলো জেহাদে ফি সাবি-লিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার কিছুটা নমুনা। এই জিহাদে লাভ দু-টি (১) দুনিয়ায় গনিমতের নারী সহ মাল ভোগ (২) আখেরাতে সুর্গ সুখ। যদি ও বর্তমান বিশ্বে প্রথম লাভটির আশা অতি ক্ষীণ তবু ও ৭১ সালে গনিমতের মাল হিসেবে তাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সুরুপ বাংলাদেশের বহু স্বতী-স্বাধীন যুবতী নারী পাকিস্থানী মুসলিম জিহাদীদের ভাগ্যে পড়েছিল। (শুকরিয়া আল্লাহর)। বালা বাহুল্য, আত্ম-রক্ষা, স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম পরকালের পুরুষারের প্রত্যাশায় হয়না। সেদিন ৭১ এ বাঙ্গালীরা করেছিল স্বাধিকার আদায়ের **সংগ্রাম**, পক্ষান্তরে নেজামে ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামাতে ইসলাম সহ সকল মসজিদ, মাদ্রাসার ইমাম, মোয়জ্জিন, মুতল্লী, ওস্তাদ ছাত্র সবাই করেছিল ইসলাম রক্ষায় আল্লাহর রাস্তায় **জিহাদ**। সেদিনকার এই জিহাদের বাণী আলেমদের মুখে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মসজিদ, মাদ্রাসায়, খোলা ময়দানে ওয়াজ মহফিলে। সেই ধ্বনি আজ ও শোনা যায় বাংলাদেশের সংসদে সাংসদ সাজ্জদীর মুখে।

আজ এ পর্যন্ত--**চলবে**--

